প্রথম আলো

তারিখ JUL 29 2000

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জগন্নাথ কলেজ : ক্যাম্পাসের জায়গায় কর্মচারীদের অবৈধ বসতি

দখল

শাহীন রাজা

পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসের বেশকিছু অংশ কলেজের কর্মচারীরাই দখল করে অবৈধ বসতি গড়ে তুলেছেন। এই বসতিতে তারা নিজেরা পরিবার-পরিজন নিয়ে তো আছেনই, পাশাপাশি বাইরের স্বল্প আয়ের লোকজনের কাছে ভাড়াও দিচ্ছেন। এছাড়া এই অবৈধ বসতি স্থানীয় সন্ত্রাসী ও মাদকসেবীদের আড্ডা, অবৈধ অস্ত্র লুকিয়ে রাখার নিরাপদ জায়গা হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর কারণে কলেজের শিক্ষার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ জানান, তাদের অনুমতি ছাড়াই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একটা অংশ অবৈধভাবে ক্যাম্পাসে ঘর তুলেছে। তবে বসবাসরত কর্মচারীরা জানান, তাদের জন্য কোনো কোয়ার্টার বা মেস না থাকায় তারা এখানে নিজ খরচে ঘর বানিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ক্যাম্পাসের উত্তর-পূর্ব কোণের বেশকিছু জায়গায় প্রায় ৩০০ কর্মচারী ঘর তুলেই ক্ষান্ত হননি, বাড়তি আয়ের জন্য কলেজ সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে পান-বিড়ি, মনোহারী, স্টেশনারি, খাবার, ফটোস্ট্যাট এমনকি ল্যাবরেটরি সামগ্রীরও দোকান বসিয়েছেন।

জগন্নাথ কলেজ ক্যাম্পাসের বেশ কিছু জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে বসতি —প্রথম আলো

কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং স্থানীয়রা জানান, পরীক্ষার সময় এই ফটোস্ট্যাটের দোকানগুলো থেকে নকল কপি করে পরীক্ষার ... হলে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া কিছু অসাধু কর্মচারী কলেজ ল্যাবরেটরি থেকে বিভিন্ন সামগ্রী চুরি করে এখানকার দোকানে কম মূল্যে বিক্রি করে দেয়। আবার এই দোকান থেকেই বিক্রি হয়ে পুনরায় তা ল্যাবরেটরিতে ফিরে যায়। তারা আরো জানান, কলেজ ক্যাম্পাস বা আশপাশের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিবদমান গ্রুপগুলোর মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধে। সে সময় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য এই ঘরগুলো থেকেই অবৈধ অস্ত্র বের হয়ে আসে। অস্ত্র রাখার সুযোগ

এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

ক্যাম্পাসের জায়গায় কর্মচারীদের অবৈধ বসতি

শেষ পৃষ্ঠার পর

পায় বলে অবৈধ বসবাসকারীদের কলেজ কর্তৃপক্ষ যাতে উচ্ছেদ করতে না পারে সে ব্যাপারে এই সন্ত্রাসীরা বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে।

কলেজ ক্যাম্পাসের জায়গা দখল ছাড়াও এখানে বসবাসরতরা বিনামূল্যে পানি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি গ্যাসের সুবিধা ভোগ করছে। কলেজের মূল লাইন থেকে তারা অবৈধভাবে এসব সংযোগ নিয়েছে। ফলে এর জন্য যে বিল আসে তার পুরোটাই কলেজকে বহন করতে হচ্ছে।

কর্মচারী কল্যাণ সমিতির সভাপতি আঃ মতিনের কাছে কলেজের জায়গা দখল সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তিনি এখন এলপিআরে আছেন, তাই কিছু বলতে পারবেন না। বর্তমানে অবৈধভাবে বসবাসের নেতৃত্বদানকারী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আব্দুস সালাম জানান, আবাসিক সমস্যা সমাধানের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কখনই কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে বাধ্য হয়েই তারা ক্যাম্পাসে বসতি গড়ে তুলেছেন। বসতিতে অস্ত্র লুকিয়ে রাখার অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বিএসএস শেষ বর্ষের ছাত্র আরিফুর রহমান ও ছাত্রী তানিয়া আফরিন অভিযোগ করেন, এই বসতিতে নানা ধরনের লোকজন আসে। তারা অনেক সময় ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণও করে। ফলে নৈশ শাখায় অধ্যয়নরত ছাত্রীদের প্রায়ই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। এ কারণে রাতে ছাত্রীদের কলেজে আসা অনেক কমে গেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ গাজী আকবর হোসেন ঘর তোলার ব্যাপারে কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের কোনো অনুমতি দেয়নি বলে জানান। প্রথম আলোর প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বেশ কবছর আগে থেকেই ঘর তুলে থাকা শুরু হয় এবং তখন বাধা না দেওয়ায় কর্মচারীরা একে অলিখিত অনুমোদন হিসেবে ধরে নিয়েছে। তবে ক্যাম্পাসে এই বসতি গড়ে উঠায় কলেজে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে তিনি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, এদের এখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু মানবিক কারণে রাতারাতি এই বসতি উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। পরীক্ষার সময় ফটোস্ট্যাটের দোকানগুলো ছাত্রছাত্রীদের নকলে যে ভূমিকা রাখছে, এ সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি নকল বন্ধে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।